কানাডার কথা এবং নতুন ইমিগ্রান্ট

জসিম মলিক

১.

কানাডাতে অফিসিয়ালি সামার শুরু হবে জুন থেকে। আগস্ট পর্যন্ত সামার থাকবে। তবে এখনই সামারের আবাহন শুরু হয়ে গেছে। প্রকৃতি তার রুপ পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। এবারের শীত ছিল অতি দীর্ঘ। লোকজন ছিল বিরক্ত প্রলম্বিত শীত মৌসুমের কারণে। এখানকার মানুষের আলোচনার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে আবাওয়া। পথে ঘাটে, এলিভেটরে কারো সাথে কথা হলেই আবহওয়ার আলোচনা চলে আসে। নারীর মনের মতোই আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি। বোঝা খুব মুস্কিল। আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি জানতে হলে ওয়েদার চ্যানেলে চোখ রাখতে হয়।

এদিকে গত কয়েকমাস ধরে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে তার ধাক্কা কানাডাতেও লেগেছে। সেটাও একটি আলোচনার বিষয়। হাজার হাজার লোক চাকরি খুইয়েছে। বেঙ্গলি টাইমসের খবর, গত পাঁচ মাসে তিন লাখ ৫৭ হাজার জন চাকরি হারিয়েছে। আরো কিছু লোক চাকরি হারাবে বলে বলা হচ্ছে। বছরের শেষে এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। তবে কানাডা এই ধকল অন্যদের চেয়ে দ্রুত কেটে উঠতে পারবে বলেই আভাষ দেওয়া হচ্ছে। কানাডার গভর্নর মার্ক কার্নে বলেছেন অর্থনীতির চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। পাওয়া গেছে সবুজ সংকেত। আত্মকর্মসংস্থানের হার উলেখযোগ্য হারে বাড়ছে। গত এপ্রিল মাসে আত্মকর্মসংস্থান খাতে প্রায় ৩৭ হাজার জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এদিকে কানাডীয় ডলারের মান বাড়তে শুরু করেছে। বিএমও ক্যাপিটাল মার্কেটের অর্থনীতিবিদ ডগলাস পর্টার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সূচককে ইঙ্গিত করে বলেন, সবুজ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো খবর। তবে সর্বাত্বক সবুজ সংকেত মনে করার সময় এখনও আসেনি।

স্কশিয়া ক্যাপিটালের অর্থনীতিবিদ ডেরেক হল্ট বলেছেন, আত্মকর্মসংস্থান ক্যাটাগরিতে চাকরিরর সুযোগ বৃদ্ধিতে তিনি খুব আশাবাদী নন। কারণ এর তথ্যে গড়মিল থাকে। কানাডিয়ান লেবার কংগ্রেসের অর্থনীতিবিদ সিলভিয়ান শেটেগনে জানান, অধিক আত্মকর্মসংস্থান শ্রমবাজারের দুর্বল অবস্থারই প্রমাণ। তিনি আরো বলেন, কর্মসংস্থান বীমার জন্য যোগ্য বিবেচিত না হলে বা প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধায় সন্তষ্ট না হলে মানুষ কি করে? সবকিছু বিক্রি করে দেয় বা সামাজিক সাহায্য সহযোগিতায় চলে বা আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নেয়। কিন্তু তাতে কী তারা চলতে পারবে? গত

এপিল মাসে ১১ শত জন চাকরি হারিয়েছেন। অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা ছিল এটা ৫০ হাজার জনে উঠবে।

২.

সামনের কয়েকটি মাস কানাডাতে বেড়ানোর জন্য আদর্শ সময়। বাংলাদেশ থেকে যারা নতুন ইমিগ্যান্ট হয়ে আসবেন তারা এই সময়টাকে বেছে নিতে পারেন। এয়ার লাইন্সগুলোতে আগে থেকেই বুকিং দিয়ে রাখুন। সহজ জার্নি বেছে নিন। অনেক সময় এয়ার লাইন্সগুলো নানা ডিল দিয়ে থাকে। শীতের সময় নতুন ইমিগ্যান্টদের নানা প্রতিকুলতার মুখে পড়তে হয়। এখন সত্যি অপূর্ব সাজে সজ্জিত হচ্ছে কানাডার প্রকৃতি। পত্র পলব আবার সবুজে সবুজে সেজে উঠছে। এত সবুজ প্রকৃতি যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অথচ যা কিছুদিন আগেও ছিল তুষার শুভ্রতায় আচ্ছাদিত। পাতারা সব ঝড়ে গিয়েছিল।

ভ্রমণ ভিসা দেয়ার ক্ষেত্রে কানাডা ততটা উদার নয়, যতটা আমেরিকা। এজন্য বাংলাদেশী ট্যুরিষ্ট খুব একটা আসেন না। অফিসিয়াল ভিসিটও হয় কালে ভদ্রে। কানাডা কোনো ট্রানজিট পয়েন্ট নয় বলে এখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশনের বিশাল স্টাফ বেশ আরাম আয়েশেই আছে। শোনা যায় কেউ কেউ নির্দিষ্ট চাকরির পরও অন্য চাকরি করছে। বর্তমান নতুন হাইকমিশনারের নামও অনেকে জানে না। তাছাড়া হাইকমিশন অফিস হচ্ছে অটোয়াতে। অথচ বেশীরভাগ বাঙালি বাস করে টরন্টোতে। জরুরী প্রয়োজনে লোকজনকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হয় অটোয়াতে। বছরে তিন চারবার তারা আসে টরন্টোতে কনস্যুলার সুবিধা দিতে।

৩.

নতুন ইমিগ্যান্টদের জন্য টরন্টো হচ্ছে আদর্শ স্থান কারণ টরন্টো বর্তমানে পৃথিবীর সেরা একটি শহরের মর্যাদায় অভিষিক্ত। এর প্রধান কারণগুলো হচ্ছে এখানকার মানুষের নম্র ব্যবহার, সাস্থ্যসেবা, মাল্টিকালচার, ব্যাংকিং সুবিধা এবং পরিবেশ। প্রতিদিন ১৩০টি ভাষার মানুষ কথা বলে এই শহরে। টরন্টোকে বলা হয় সিটি অফ পার্ক। শহরের ২৫ শতাংশই পার্ক। তাই এখানকার এনভায়রনমেন্ট অতি চমৎকার। এমনকি লোকজন গাড়ির এয়ার কন্ডিশন ব্যবহার করে কালে ভদ্রে পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য।

কর্মসংস্থানের জন্য টরন্টো ভালো জায়গা। নতুন ইমিগ্র্যান্টদের সারভাইভ করার জন্য যে ধরণের কাজের প্রয়োজন সেটা টরন্টোতেই আছে। বিনামূল্যে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মানুষের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা চমৎকার। এখানকার পুলিশ আপনার সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত

করবে। অন্তত তিন মাস চলতে পারা যায় এই ধরনের টাকা পয়সা সাথে নিয়ে আসতে হবে। তিনমাসের আগে হলেথ কার্ড পাওয়া যাবে না। টরন্টোতে বাসা ভারা একটু বেশী। তবে আগে থকেই একটু কম ভড়ার বাসা ঠিক করতে হবে। দুই বেড রুমের বাসা ৭০০ ডলার থেকে ১০০০ হাজার ডলার। গনপরিবহন অত্যন্ত ভালো। বাস সাবওয়ে দিয়ে সর্বত্র চলাচল করা যায়। বাংলাদেশী খাবার দাবার পাওয়া যায়। টরন্টোতে ৫০ হাজার বাঙ্গালির বাস বলে জানা যায়। যদিও সঠিক পরিসংখ্যান কারো কাছে নেই। যারা বিভিন্ন পেশায় ছিলেন তারা সেই ধরনের চাকরি শুরুতেই পাবেন না। তাই সারভাইভ করার জন্য যা পাওয়া যায় তাই করতে হয়। অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকজন সিকিউরিটি, ট্যাক্সি ড্রাইভিং বা পিজার দোকানে কাজ করে থাকে। পড়াশুনার অবাধ সুযোগ রয়েছে। আপনি লোন নিয়ে পড়তে পারেন।

টরন্টো হচ্ছে অন্টারিও প্রভিন্সের রাজধানী। কানাডা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হলেও এর লোক সংখ্যা মাত্র বত্রিশ মিলিয়ন। এর চলিশ ভাগই বাস করে অন্টারিও প্রভিন্সে। আর ইমিগ্রান্টদের ষাট শতাংশ। এতেই বোঝা যায় টরন্টোর গুরুত্ব। যারা এই সময়টায় কানাডা আসার প্যান করেছেন তারা সব কিছু খোঁজ খবর নিয়ে আসবেন। কোনো টাউ টের খপ্পরে পড়বেন না। পাঠকরা আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে ই-মইেল করতে পারেন।

jasim.mallik@gmail.com

Toronto